

একাত্তরের রক্তবীজ

ফতেমোল্লা

সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ কষ্ট পেয়েছে রোগে-শোকে, বার্ষিক্যে-জরায়, বন্যা-খরায়, সাইক্লোন-টর্নেডোতে, শীতে-উত্তাপে, ভূমিকম্পে-দুর্ঘটনায়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে। কিন্তু এই ফুল-পাখী-চাঁদ, মাছ-প্রজাপতি, পাহাড়-অরণ্যানী আর মরু-বরফের সুন্দর গ্রহটায় মানুষের হাতেই মানুষ কষ্ট পেয়েছে সব চেয়ে বেশী। অসংখ্য মৃতদেহ, অসংখ্য ধ্বংস রমণী, অসংখ্য উজাড় গ্রাম, যুদ্ধ-বিধবা, যুদ্ধশিশু আর যুদ্ধ-এতিমের পঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে মানুষের ইতিহাস। এবং বাংলাদেশের ইতিহাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মাত্র নয় মাসের বস্তুর মত অত সস্তা নয়। একাত্তরের আগে শত বছর ধরে অনেকবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে, বার বার পরাজিত হয়েছে ষোলই ডিসেম্বর। তার দরজায় পৌঁছতে লেলিহান আগুনের মধ্যে দিয়ে শত বছর হাঁটতে হয়েছে আমাদের, অভূতপূর্ব মৃত্যুমিছিলে লক্ষ লক্ষ প্রাণের আহুতি দিতে হয়েছে। মুক্তি-পাগল মানুষগুলোর! হাড়-মাংস দিয়ে গড়া অনন্য কাহিনী সেসব।

কারণ একটাই। স্বাধীনতা চাই। জন্মগত অধিকার চাই। এবারে দু'একটা মানুষের দিকে তাকানো যাক। দাম দেয়া যাবেনা তাঁদের মরনজয়ী স্বপ্নের, হয়তো কৃতজ্ঞতাও জানানো যাবেনা ঠিকমত। তবু তবু

১৯১৫ সালের প্রথম দিক। শীতের কাবুল, আফগানিস্তান। বন্ধ ঘরের ভেতরে স্নান আলোয় টেবিলের কাগজে ঝুঁকে পড়া কয়েকটা অবিস্মরণীয় মুখ। মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, অম্বাপ্রসাদ, অজিত সিং। একই অগ্নিবীণার কিছু দূরন্ত বাদক, একই অসাধ্যসাধনের কিছু তন্ময় সাধক। বাঙময় চোখে, রুদ্ধ আবেগে কম্পিত কণ্ঠে, গভীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে স্বাধীনতার একটা অলখ রেখাচিত্র অস্পষ্টে ফুটে উঠছে টেবিলের কাগজের ওপরে। গড়ে উঠছে স্বাধীন সরকার, স্বাধীন পতাকা। কাবুল থেকে পুরো ভারতবর্ষ হয়ে সুদূর সিঙ্গাপুর পর্যন্ত তৈরী হয়ে আছে লক্ষ লক্ষ হাফিজ আবদুল্লা, রাসবিহারী, মদনলাল ধিংড়া, মঙ্গল পাণ্ডে, অরবিন্দ বসু (ঋষি অরবিন্দ- পরবর্তীকালে), ডাঙি খান, কর্তার সিং। রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছে মহাকাল। তীক্ষ্ণ চোখে বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে বাঘা যতিন, চিত্তপ্রিয় - বার্লিন থেকে মানবেন্দ্র রায়ের পাঠানো অস্ত্রভর্তি জাহাজটা কবে পৌঁছবে! আর যে দেরি নেই, দিন আগত! ঐ! ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী (একুশে ফেব্রুয়ারী!!) এক লহমায় জেগে উঠবে লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনা, কাবুল থেকে সিঙ্গাপুর। প্রচণ্ড এক কালবৈশাখীর প্রলয়-তাণ্ডবে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলবে শতাব্দীর অভিশপ্ত অচলায়তন, বাঁশপাতার মতো উড়ে যাবে শ্বেতাঙ্গপুংবের দল। টিক টিক চলছে ঘড়ি। সুদূর লন্ডনে অর্ধ-পৃথিবীশ্বরী মক্ষিরানী কুইন তখন পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ** পালংকে নিদ্রিতা।

ধীরে, খু-উ-ব ধীরে মাথা তুলে উঁকি দিল ১৯১৫'র গোলাম আজম, মৈত্যা রাজাকার (মতিউর রহমান নিজামি)। কৃপাল সিং আর নবাব খান। খবর চলে গেল রাজশক্তির সামরিক কেন্দ্রে। একুশের আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক যেন একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। দাউ দাউ জ্বলে গেল পথের পাঁচালির নিশ্চিন্দিপুর,

“কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি’, নিভায়ে সূর্য্য তারা”। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মুক্তিপাগল মানুষগুলো, অমৃতের শিশুরা ধরণীর খেলা শেষ করে ধুলোমাখা দেহে ফিরে গেল ঘরে। “ডাস্ট দাও আর্ট টু ডাস্ট রিটার্নেস্ট, ওয়াজ নট স্পোকেন অফ দি সোল” “বাসাংসি জীর্নগী যথা বিহায় . . . নবানি গৃহাতি নরোহপরানি”

ইতিহাসের জঁঠরে গড়ে উঠছে একাত্তরের জন, নড়ে উঠছে যন্ত্রণায়।
সুদূর ১৯১৫ সালে।

গল্প নয়, কল্পনা নয় সেই দুর্গম পথযাত্রীদল। পরাধীন দেশের রাজ-বিদ্রোহী, মুক্তিপথের অগ্রদূত তাঁরা, অগ্নিগিরির শতধা বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ মাতৃভক্তের “চারিদিকে মিলি যতেক ভক্ত, স্বর্ণবরণ মরনাসক্ত, দিতেছে অস্থি দিতেছে রক্ত, সকল শক্তি সাধনা, — জ্বলি’ উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে, ধুমায়ে গুন্যে রঞ্জে রঞ্জে, লুপ্ত করিছে সূর্য্য-চন্দ্রে, বিশ্বব্যাপিনী দাহনা”। শরীর চলে যায়, স্বপ্ন বেঁচে থাকে। সে স্বপ্ন এবার গিয়ে উঠল পাহাড়-জংগলের আসামে। আবার ঝলসে উঠল স্বাধীন সরকার। হাজার হাজার মুক্তিপাগল যতিন মাঝি, কনক লতা, মুকুন্দ কাওতি। আবার “মওলানা” মাম্মান, আবার টিক্কা-নিয়াজী। আবার ধুলায় গড়ানো রক্তাক্ত ধর্মিতা স্বাধীনতার দিক্‌বালিকা।

স্বপ্ন ততদিনে পৌঁছে গেছে বঙ্গের সিতারায়, বিহারের ভাগলপুরে, যুক্তপ্রদেশের বালিয়ায়। টগবগ করে ফুটছে সারা ভারত, বিশেষ করে বাংলা। আবার সেই মানব-দানবের চিরন্তন মরণকামড়। “মরণ আলিঙ্গনে, কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে”। আবার সামরিক বাহিনীর সেই নারকীয় তাণ্ডব, আবার হাজার মৃতদেহ। স্বপ্ন গিয়ে উঠল সিঙ্গাপুরে, থাইল্যান্ডে, ইন্দোনেশিয়ায়। আবার স্বাধীন সরকার, আবার স্বাধীনতার পতাকা। এবং আবার টিক্কা-নিয়াজী, আবার গোলাম আজম। “এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড, আকাশে আলোড়ি শিখার শুভ, হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড, ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ, প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ, বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ, জীবন-আহুতি ঢালিয়া”। তুমুল এবং অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে খুন হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ডাণ্ডি খান এবং তাঁর সহযোগীরা। মাটির সাথে মিশে গেল অগনিত স্বাধীনতা সৈনিক।

স্বপ্ন ফিরে এলো মেদিনীপুরে, আবার উঠল ঝড়। “দংশনক্ষত শ্যান বিহংগ, যুঝে ভুজংগ সনে”। হিন্দু-মুসলমানের সেই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন সরকারের স্বাধীন মন্ত্রীসভা, তার বেতার কেন্দ্রের নেতৃত্ব দিলেন ডঃ লোহিয়া। সমস্ত মেদিনী-পুরের জনতা তখন একাত্তরের বাংলাদেশের মত মরিয়া। আগুন, আগুন চারিদিকে। আবার সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব, সেই সাথে ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়। রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গেল স্বাধীনতা সৈনিকদল, কিন্তু মচকালো না একবিন্দু। ওদিকে খুন হয়ে গেলেন তিয়াত্তর বছরের বিদ্রোহিনী মাতংগিনী হাজারা, বুলেটে বুলেটে ধুলোর মতো উড়ে গেল বারো বছরের বিদ্রোহিনী ফুলেশ্বরী। বারো বছরের ক্ষুদীরাম, আর বারো বছরের ফুলেশ্বরী, ছোট দু’টি অগ্নিশিশু, শির নেহারি তার, নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

অলক্ষ্যে গড়ে উঠছে একাত্তরের বিশাল দেহ, প্রস্তুত হচ্ছে ১৬ই ডিসেম্বর।

এই জ্বলন্ত কেয়ামতের মধ্যে কে ওই অংকের মাষ্টার সূর্য্য সেন
অন্ধকারের বুক চিরে উপড়ে নিয়ে এল স্বাধীনতার সূর্য্য, ঝলমল করে উঠল
স্বাধীনতার পতাকা আবার। তার রিপাবলিকান আর্মি, মাস্কেট রাইফেল হাতে তার
চোদ্দ বছরের যোদ্ধা ট্যাগরা, সাথে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। আবার “জুলি” উঠে
শিখা ভীষন মন্দ্রে”। তার আগে কে ওই ফকির মজনু শাহ, সন্ন্যাসী ভবানি পাঠক
এক লক্ষ সন্ন্যাসী-ফকির নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে কলকাতার ওপর! অমানিশার
এই তাণ্ডবের মধ্যে কে ওই ছুটে বেরিয়ে গেল বাংলা থেকে, পায়ে হেঁটে পার হয়ে
গেল পাহাড় অরণ্যানী আর ইতিহাসের সীমানা! খাইবার, কাবুল, রোম বার্লিন
হয়ে তিন মাসের সাবমেরিনে জাপান, সাথে মেজর আবিদ হাসান। সিনর
অরল্যাণ্ডো ম্যাজেট্টা ওরফে সুভাস বোস! কিংবদন্তির অগ্নিপুরুষ রাসবিহারী ওই
কার হাতে তুলে দিচ্ছে স্বাধীন সরকারের সশস্ত্র বাহিনী, জেনারেল মোহন সিং,
ব্রিগেডিয়ার শাহনেওয়াজ, মেজর ধীলন! কার গর্বিত পদভারে টলমল করছে
থাইল্যান্ড, বার্মা, সিঙ্গাপুর, হংকং! সুভাস বোস! হিজ একসেলেনসী চন্দ্র বোস!
দূরপ্রাচ্যের গহীন অরণ্যে ঝুঁকে ঝুঁকে প্রাণ দিল লক্ষাধিক মুক্তিসেনা। তবু,
স্বাধীনতা চাই, চাই জন্মগত অধিকার। কে এরা? এরাই কি সেই মহাবিদ্রোহী
ভৃগু, রাগে দুঃখে বিরাট পিতার বুকে ঐঁকে দেবে পদচিহ্ন!

ইতিহাসের জঠরে তখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে ভবিষ্যতের একান্তর।
জন্ম নিচ্ছে বাংলাদেশের পিতা শেখ মুজিব, বাংলার তাজ তাজউদ্দীন, জন্ম নিচ্ছে
হাজার হাজার কাদের সিদ্দিকী, জাহাজ-মারা হাবিব, আনোয়ারুল আলম শহীদ,
তারামন বিবি আর কাঁকন বিবি। কেঁপে কেঁপে উঠছে মহাকাল ভবিষ্যতের তিরিশ
লক্ষ জবাই হওয়া মানুষ আর আড়াই লক্ষ বে-আক্ৰ নারীর সম্ভাবনায়। স্বপ্নও নয়
গল্পও নয়, আমাদেরই হাড় দিয়ে তৈরী আমাদেরই ইতিহাস। চব্বিশ ঘন্টায় নয়
সে ইতিহাসের দিনরাত, কয়েক শতাব্দী লেগে যায় এক রাতের আঁধার কাটতে।
লড়াই এখনো শেষ হয়নি। এ লড়াই শেষ হবার নয়। কারণ, মানব-দানবের দু-
পক্ষই রক্তবীজ। দুজনেরই এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে তো এক’শ গজিয়ে ওঠে
চোখের পলকে।

এবং সেজন্যই, এমন একটা কেয়ামতের পরেও বাংলাদেশে এখন ঘনিয়েছে
“অদ্ভুত আঁধার এক”, “জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোন শকুন”।

